তীতের কাছে পত্র

১আমি পল, ঈশ্বরের দাস ও এই উদ্দেশ্যেই যীশুখ্রীষ্টের প্রেরিতদূত, যেন, ঈশ্বর যাদের বেছে
নিয়েছেন, সেই সকল মানুষকে বিশ্বাসে আনতে পারি ও সেই সত্যের জ্ঞান তাদের দিতে পারি, যে
সত্য মানুষকে ভক্তির কাছে চালিত করে, ২ যে সত্য সেই অনন্ত জীবনেই স্থাপিত, যা ঈশ্বর বহু যুগ
আগে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তিনি তো মিথ্যা বলেন না, ৩ এজন্য নির্ধারিত সময়ে
তাঁর আপন বাণীকে এমন ঘোষণা-কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, যা আমাদের ত্রাণকর্তা
ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তীত ও আমার যে সাধারণ বিশ্বাস আছে,
সেই বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তীতের সমীপে: ৪ পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টযীশু
থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

প্রবীণবর্গ নিয়োগ

৫ আমি তোমাকে এই কারণেই ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি, যেন যা কিছু বাকি রয়েছে, তুমি তার
সুব্যবস্থা করতে পার, এবং প্রতিটি শহরে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত কর। এই বিষয়ে আমি তোমাকে এই
নির্দেশ দিয়েছিলাম: ৬ তাঁদের হতে হবে চরিত্রে অনিন্দনীয়, ও মাত্র এক বধূর স্বামী; তাঁদের
সন্তানদেরও বিশ্বাসী হতে হবে, আবার এই সন্তানদের এমন হতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা
বা অবাধ্যতার কোন অভিযোগ তোলা না যেতে পারে। ৭ আসলে, ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ ব'লে
ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক; আর এও আবশ্যক, তিনি যেন উদ্ধত স্বভাবের
মানুষ না হন, উগ্র প্রকৃতির মানুষও নন, পানাসক্তও নন, হিংসাপরায়ণও নন, অর্থলোভীও নন; ৮
তাঁকে বরং হতে হবে অতিথিপরায়ণ, যা কিছু মঙ্গলকর তার সমর্থক, আত্মসংযমী, ধর্মপরায়ণ,
পুণ্যবান, জীতেন্দ্রিয়; ৯ তাঁকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সেই বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে
থাকেন যা পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও
প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

নকল শিক্ষাগুরুদের কথা

১০ কেননা অনেকে আছে, বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে, যারা অদম্য ও বাচাল স্বভাবের
মানুষ, এবং লোকদের মনও ভোলাতে সচেষ্ট। ১১ তেমন লোকদের মুখ বন্ধ করা চাই! কারণ হীন
লাভের খাতিরে তারা অনুচিত শিক্ষা দিতে দিতে কতগুলো ঘর না একেবারে দিশেহারা করে
তোলে। ১২ তাদের একজন—আর তিনি তাদের একজন নবীই—আগে বলেছিলেন, 'ক্রীটের
লোকেরা সবসময় মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক'। ১৩ এ সাক্ষ্যবাণী সত্য! তাই তুমি
কঠোরতার সঙ্গে তাদের তিরস্কার কর, তারা যেন যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে থাকে ১৪ এবং কোন ইহুদীয়
রূপকথায় বা সেই সমস্ত লোকদের বিধিনিষেধেও মন না দেয়, যারা সত্য অগ্রাহ্য করে। ১৫ যারা
শুচি, তাদের পক্ষে সবই শুচি; কিন্তু যারা কলুষিত, তাদের পক্ষে ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই
শুচি নয়; তাদের মন ও বিবেক দু'টোই কলুষিত।

১৬ তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তাঁকে অস্বীকার করে; তারা ঘৃণ্য ও
বিদ্রোহী মানুষ, কোন সৎকর্মের জন্য উপযোগী নয়।

নানা নীতি-কথা

২তুমি কিন্তু যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও। ২ বৃদ্ধদের মিতাচারী, শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য,
আত্মসংযমী, ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও নিষ্ঠতায় স্থিতমূল হওয়া উচিত। ৩ তেমনি বৃদ্ধাদের
আচার-ব্যবহার যেন ভক্তজনের যোগ্য হয়; তাঁরা যেন পরচর্চা না করেন, পানাসক্তির দাসী না হন,
বরং সদাচরণ শেখাতে যোগ্য, ৪ যুবতী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসায় গড়ে তুলতে
পারেন; ৫ আরও, বধূদের আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী, সহৃদয়া ও স্বামীর অনুগতা
হতে শেখান, এভাবে যেন ঈশ্বরের বাণী নিন্দার বস্তু না হয়।
৬ তেমনি যুবকদেরও আত্মসংযত হতে চেতনা দাও; ৭ সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান
দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; ৮ তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয়
হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না
পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।
৯ ক্রীতদাসেরা যেন সবকিছুতে তাদের মনিবদের অনুগত থাকে, প্রতিবাদ না করে তাদের
সন্তুষ্ট করে, ১০ কিছুই আত্মসাৎ না করে; বরং সম্পূর্ণ সততা দেখায়; যেন তা-ই ক'রে তারা
সবকিছুতেই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ধর্মশিক্ষা মর্যাদায় ভূষিত করতে পারে।

খ্রীষ্টীয় নৈতিকতার ভিত্তি

১১ কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। ১২
এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা
যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, ১৩ এবং সেই সুখময়
আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের
প্রতীক্ষায় থাকি, ১৪ যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের
মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, এবং নিজের জন্য এমন জনগণকে শুচিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন,
যারা তাঁরই নিজস্ব ও সৎকর্ম সাধনে আগ্রহী।
১৫ পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলা, চেতনা দান করা ও তিরস্কার করা তোমার
কর্তব্য। দেখ, কেউ যেন তোমাকে অবজ্ঞা করতে সাহস না করে।

ভক্তদের কর্তব্য

৩সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, যেন তারা শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের অনুগত থাকে, বাধ্য হয়,
যে কোন সৎকর্ম সাধন করতে প্রস্তুত হয়, ২ কারও নিন্দা না করে, ঝগড়া এড়িয়ে চলে,
সহনশীলতা দেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।
৩ একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের
দাস; হিংসা ও শঠতার মধ্যে জীবনযাপন করে নিজেরাই ঘৃণ্য ছিলাম, ও পরস্পরকেও ঘৃণা
করতাম। ৪ কিন্তু যখন মানবজাতির প্রতি আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও ভালবাসা প্রকাশিত
হল, ৫ তখন তা যে আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে ঘটেছে, তেমন নয়, বরং নিজ দয়া
গুণেই তিনি নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করলেন।
৬ এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা
যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে, ৭ যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে

অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। ৮ একথা বিশ্বাস্য; সুতরাং আমি চাই, তুমি এই সমস্ত বিষয়ের উপর জোর দেবে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তারা যেন সৎকর্ম সাধনে নিত্যই সচেষ্ট থাকে। মানুষের পক্ষে এই সবকিছু উত্তম ও উপযোগী। ৯ কিন্তু তুমি যত নির্বোধ প্রশ্ন, সেই সব বংশতালিকা, ও বিধান-সম্বন্ধীয় যে কোন আলোচনা ও তর্কাতর্কি এড়িয়ে চল; কেননা তেমন কিছু অর্থশূন্য ও মূল্যহীন। ১০ ভ্রান্তমত যে অবলম্বন করে, তাকে একবার, দরকার হলে দু'বার সতর্ক করে দেওয়ার পর তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রেখো না; ১১ তোমাকে বুঝতে হবে যে, তেমন লোক ধর্মভ্রষ্ট, এবং পাপ করতে করতে নিজেই নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

১২ আমি যখন তোমার কাছে আর্তেমাস বা তিখিকসকে পাঠাব, তখনই তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিতে নিকোপলিসে আসতে চেষ্টা কর; সেইখানে আমি শীতকাল কাটাতে স্থির করেছি। ১৩ আইনজ্ঞ জেনাস ও আপল্লোসের যাত্রার জন্য সুব্যবস্থা কর; এমনটি কর, প্রয়োজনীয় কোন কিছুর যেন তাঁদের অভাব না হয়। ১৪ এভাবে আমাদের লোকেরাও জরুরী প্রয়োজনের জন্য সৎকর্মে উদ্যোগী হতে শিখুক, যেন এমনি অর্থশূন্য জীবন যাপন না করে।

১৫ যাঁরা এখানে আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা সকলে তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশ্বাসী হিসাবে যাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তাঁদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।